ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

শাহজাদা এম আকরাম, মো. জুলকারনাইন, ফারহানা রহমান,
মোস্তফা কামাল, মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, মুহাম্মদ বদিউজ্জামান

০৪ আগস্ট ২০২৫

# প্রেক্ষাপট



- সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন
- ৮ আগস্ট ড. মুহম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ - বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ২৩ জন (প্রধান উপদেষ্টা, ২২ জন উপদেষ্টা); তিনজন বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টার পদমর্যাদা), এবং সাতজন বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা)
- বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা - মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা আন্দোলন বা বর্তমান সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্যতম ভিত্তি
- অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ - দুর্বল অর্থনীতি; বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ; সব খাত ও প্রতিষ্ঠানে পতিত সরকারের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা; দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান; দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা ব্যবস্থা; আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অরাজকতা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ

# প্রেক্ষাপট



- কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা - আইনের শাসন, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার, খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কার, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান
- সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য:
  - ন্যায়বিচার - বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার
  - সংস্কার - রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান
  - নির্বাচন - দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন

# যৌক্তিকতা



- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রধান লক্ষ্য গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন - এ সংক্রান্ত গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ
- ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ
- দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে সুপারিশমালা প্রস্তাব (২৮ আগস্ট ২০২৪); পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় অব্যাহত
- রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ - কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ (১৮ নভেম্বর ২০২৪)
- এর ধারাবাহিকতায় কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ

# গবেষণার উদ্দেশ্য



## প্রধান উদ্দেশ্য

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা

## সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, সরকারি কার্যক্রম, দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা

২. বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা

৩. অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সীমাদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা

# গবেষণার পরিধি



- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়

১. বিচার - বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার

২. সংস্কার - রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান

৩. নির্বাচন - সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

৪. রাষ্ট্রীয়/সরকারি কার্যক্রম - বিভিন্ন খাতে নিয়মিত কার্যক্রম (আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক)

৫. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ

৬. বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা - রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী

# গবেষণাপদ্ধতি ও সময়



- গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ; ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার
- **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি:** বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই
- **তথ্যের উৎস:** সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া / চূড়ান্ত); সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত ও বিশ্লেষণ; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট
- **গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সময়কাল:** এক বছর (০৫ আগস্ট ২০২৪ - ০৪ আগস্ট ২০২৫)

# গবেষণার ফলাফল

# বিচার: জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী, হত্যার ইন্ধনদাতা ও নির্দেশদাতাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে মামলা দায়ের - ৪ আগস্ট পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলা ১ হাজার ৭৩০টি (হত্যা মামলা ৭৩১টি) - পতিত সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ১১২ জন গ্রেপ্তার (২২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত)<br>▪ ৭০ শতাংশ মামলার তদন্তে 'সন্তোষজনক অগ্রগতি'; ৬০-৭০টি হত্যা মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে (৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত)<br>▪ গণ-অভ্যুত্থানে হত্যায় জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু - সরকার পতন-পরবর্তী ১১ মাসে সারা দেশে পুলিশের বিরুদ্ধে ৭৬১টি মামলায় আসামি ১ হাজার ১৬৮ পুলিশ, এর মধ্যে ৬১ জনকে গ্রেপ্তার (৮ জুলাই ২০২৫)<br>▪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু - অভিযোগ ৪৫০টি ও মামলা ৩০টি; শেখ হাসিনাসহ ২০৯ জন আসামি; গ্রেপ্তার ৮৪ জন; আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের পূর্বে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু<br>▪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন - রাজনৈতিক দলের বিচার করার সুযোগ<br>▪ শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠিত, বিচার শুরু<br>▪ ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় (১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) সারা দেশে দায়ের করা ৭৫২টি হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার | ▪ জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া চলমান<br>▪ ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজে ধীরগতি<br>▪ কিছু কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপের বাইরে বাস্তবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর জবাবদিহির অগ্রগতি না থাকা - সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার ঘাটতি |

# বিচার: জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিযুক্তের গোপনে দেশত্যাগ; দেশত্যাগে সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা সংস্থা ও স্থানীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সহায়তার অভিযোগ<br>▪ ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের - ঢালাওভাবে আসামী হিসেবে নাম দেওয়া - অভিযুক্ত প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং গ্রেপ্তার ৪,১৫০ (জুন ২০২৫ পর্যন্ত); শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৩৫১ মামলা (২১৪টি হত্যা মামলা)<br>▪ মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ; পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানি করতে অনেককে আসামি করা হয়েছে বলে অভিযোগ; আবার মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজি<br>▪ চাপের মুখে তদন্ত না করে মামলা গ্রহণ<br>▪ বিভিন্ন জনের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি - একাধিকবার একেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের সংবাদ | ▪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক/ সমালোচনা; তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন<br>▪ বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও এবং কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঢালাও মামলা, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট মামলা না দেওয়ার ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হওয়া<br>▪ মামলার প্রতিবেদন তৈরিতে চ্যালেঞ্জ - পদ্ধতিগত জটিলতা ও ঘটনার পরিষ্কার চিত্র না থাকা<br>▪ আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা বিদ্যমান |

# বিচার: জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ মানবাধিকার লঙ্ঘন - গ্রেপ্তারকৃতরা আদালতে আক্রমণের শিকার; আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে লাঞ্ছিত; সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ; আসামী পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলা<br>▪ কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা - সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত<br>▪ একদিকে যারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো মামলা, গ্রেফতার বা হয়রানি না করার নির্দেশ - এ ধরনের দায়মুক্তি নিয়ে সমালোচনা<br>▪ অন্যদিকে ঢালাওভাবে প্রতিশোধপ্রবণ আটক ও জামিন না-মঞ্জুর | ▪ বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ |

# বিচার: গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর)-এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ<br>▪ গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (আইসিপিপিইডি) স্বাক্ষর<br>▪ গুমের বিষয় তদন্ত ও ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কমিশন গঠন<br>▪ গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের দুইটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন প্রদান; কমিশনের কাছে ১ হাজার ৮৫০টি অভিযোগ দাখিল, এর মধ্যে ১ হাজার ৩৫০টি অভিযোগ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন<br>▪ গুম হওয়া চারজনকে উদ্ধার; নিখোঁজ ৩৪৫ জন<br>▪ গুম হওয়া ব্যক্তিদের নামে তার পরিবারের কাছে 'নিখোঁজ সনদ' প্রদান করার আশ্বাস<br>▪ আয়নাঘরের অস্তিত্ব, গুম ও খুনের দায় স্বীকার করে দেশবাসীর কাছে র‍্যাব মহাপরিচালক ক্ষমা প্রার্থনা করলেও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা না থাকার দাবি | ▪ গুমের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জড়িত সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান অস্পষ্ট<br>▪ র‍্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান |
| **ঘাটতি**<br>▪ গুমের বিচারে ধীরগতি<br>▪ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আলামত নষ্টের অভিযোগ | ▪ আলামত নষ্টের ক্ষেত্রে জবাবদিহির ঘাটতি |

# সংস্কার: জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি**<br>▪ দুই পর্যায়ে খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন - জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারীবিষয়ক, শ্রম, স্থানীয় সরকার<br>▪ ১১টি সংস্কার কমিশনের প্রধান সুপারিশের সংখ্যা ১ হাজার ৭০০ এর বেশি<br>▪ সব সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ<br>▪ সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া বাকি পাঁচটি সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য মোট ১২১টি প্রস্তাব সরকারি ও সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য বাছাই<br>▪ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) - উদ্দেশ্য: আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা, এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলির ওপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরি করা যা জুলাই সনদ তৈরির সাথে সম্পর্কিত | ▪ রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম দফায় গঠিত ছয়টি কমিশনের বাইরে অন্য কমিশনগুলো গঠন করার ক্ষেত্র নির্বাচনের যৌক্তিকতা পরিষ্কার না থাকা<br>▪ ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব না দেওয়া; শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কমিশন গঠন না করা<br>▪ সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন; বিশেষ করে দ্বিতীয় দফায় গঠিত পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো দিক-নির্দেশনা না থাকা |

# সংস্কার: জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে রাজনৈতিক দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ<br>▪ কমিশনের আওতায় দুই দফায় ৬৭টি সংলাপ অধিবেশন অনুষ্ঠিত -<br>• প্রথম পর্বের আলোচনা (২০ মার্চ-১৯ মে ২০২৫) - সংস্কার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাদা আলোচনা<br>• দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা (৩ জুন-৩১ জুলাই ২০২৫) - প্রথম পর্বে ঐকমত্য হয়নি এমন ২০টি বিষয়কে মৌলিক কাঠামোগত সংস্কার প্রস্তাব হিসেবে চিহ্নিত করে সেসব বিষয়ে ৩০টি দলকে একসঙ্গে নিয়ে আলোচনা; ২০টি বিষয়ে ঐকমত্য<br>▪ যেসব বিষয়ে ঐকমত্য - সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন; সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিত্ব; নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ; রাষ্ট্রপতির ক্ষমা-সম্পর্কিত বিধান; উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ; নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য চারটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন; স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন; প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ; প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে না থাকা; সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব; দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে উচ্চকক্ষের গঠন; রাষ্ট্রপতির নির্বাচন; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব; তত্ত্বাবধায়ক সরকার; নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ; সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি; রাষ্ট্রের মূলনীতি | ▪ জাতীয় ঐকমত্য তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন<br>▪ কোন কোন প্রস্তাব আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার কোনো ব্যাখ্যা না থাকা, কিসের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তার মানদণ্ড পরিষ্কার না থাকা, কতগুলো দল কোনো বিষয়ে একমত হলে সেটা ঐকমত্য বলে বিবেচিত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন |

# সংস্কার: জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার অভিযোগ - ছয়টি কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকা, নারীর সংখ্যা কম থাকা, সাবেক আমলাদের আধিক্য, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাধান্য<br>▪ কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন) - সুপারিশ প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন, কমিশন বিলুপ্ত করার দাবি - এ বিষয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান<br>▪ কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগের ঘাটতি, দিকনির্দেশনার ঘাটতি (স্বাস্থ্য, জনপ্রশাসন, পুলিশ, নারী)<br>▪ কমিশনগুলোর প্রতিবেদন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্য/বিরোধপূর্ণ অবস্থান<br>▪ জাতীয় ঐকমত্যের জন্য পাঁচটি কমিশনের ১৬৬টি সুপারিশ নির্বাচন; আশু করণীয় যেসব বিষয় অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন কোনো আলোচনা না হওয়া | ▪ সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা না থাকা<br>▪ সংলাপের আওতার বাইরে থাকা অনেক সুপারিশ ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা |

# সংস্কার: জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের সংস্কারের ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগের ঘাটতি<br>▪ কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সংস্কারের কোনো উদ্যোগ না নেওয়া - ডিজিএফআই, ডিবি, এনএসআই, এনটিএমসি<br>▪ সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দলের অনড় অবস্থান<br>▪ একই বিষয়ে বারবার আলোচনা করে দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ | ▪ আলোচনা প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ<br>▪ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের মূল অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি<br>▪ জাতীয় সংসদে নারী আসন নিয়ে যে ঐকমত্য হয়েছে তার ফলে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা ও বিতর্কের সৃষ্টি |

# আইনি সংস্কার

| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ ৫০টি আইন প্রণয়ন<br>▪ **প্রশাসনিক** - সরকারি চাকরিতে নিয়োগ; স্বেচ্ছায় অবসরের সময় কমানো; উপস্থিতি বিধি; আচরণ সংহিতা (কোড অব কনডাক্ট); সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন<br>▪ **মানবতাবিরোধী অপরাধ** - আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ সংশোধন<br>▪ **দুর্নীতি প্রতিরোধ** - অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ; সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫<br>▪ **খাতভিত্তিক** - বিচার বিভাগ (সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫; বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫); আর্থিক খাত (ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫; রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫); স্থানীয় সরকার (বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগ); বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪); সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪ | ▪ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) আইনের দুর্বলতা, বিশেষ করে সাংবিধানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব খর্ব<br>▪ তড়িঘড়ি করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আলাদা করার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ফলে রাজস্ব ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগের করায়ত্ত হওয়ার ঝুঁকি এবং অভূতপূর্ব সংকট সৃষ্টি<br>▪ আইসিটি আইন সংশোধনের মাধ্যমে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি |

# আইনি সংস্কার



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **ঘাটতি**<br>▪ কোনো কোনো আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করলেও তাদের মতামতের প্রতিফলন না হওয়া (সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪)<br>▪ কোনো কোনো আইন প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধনের উদ্যোগ (সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫)<br>▪ শুধু নাম পরিবর্তনের জন্য অধ্যাদেশ জারি ১৩টি<br>▪ ফরেন ডোনেশন আইনের নিবর্তনমূলক ১৪ নং ধারা রহিতের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা | ▪ আইন প্রণয়নে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্ভাব্য ফলাফল পর্যালোচনা ও স্বচ্ছতার ঘাটতি<br>▪ বিতর্ক বা প্রতিবাদের মুখে বারবার আইন সংশোধনের ফলে আইন/নীতি প্রণয়নকারী এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ওপর পরিপালনকারীদের অনাস্থা তৈরির ঝুঁকি |

# প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: জনপ্রশাসন



## পর্যবেক্ষণ

**অগ্রগতি**

- কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তার পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করার অংশ হিসেবে প্রশাসনিক রদবদল - পদোন্নতি, পদায়ন, বাধ্যতামূলক অবসর, চুক্তিতে নিয়োগ বাতিল ঘোষণা, পরবর্তীতে চুক্তিতে নিয়োগ
- ৫৪টি মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৬১টি সংস্কার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ (২২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত)
- পতিত সরকারের সময় দলীয় বিবেচনায় বঞ্চিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি - ১ হাজার ৫৪৯ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব, যুগ্ম সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি; তাদের মধ্যে প্রায় ৫৫০ জনকে অনুমোদিত পদের বাইরে পদোন্নতি (সুপারনিউমারারি পদোন্নতি); ৭৬৪ জনকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দান
- বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান - চাকরির বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া মোট ৪০ জনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)
- বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) - ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারদের (এসপি) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত - যুগ্ম সচিব ও সমপর্যায়ের পদে থাকা প্রশাসনের মোট ৪৫ জনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা (১৯ জানুয়ারি ২০২৫); মোট ওএসডি ৫১৬ জন (৪ এপ্রিল ২০২৫)

# প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: জনপ্রশাসন



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি**<br>▪ বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান - কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা; সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দেওয়া; যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা; বিদেশে সরকারি সফরে বাধা-নিষেধ<br>▪ সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি - ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সব পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রণোদনা বৃদ্ধি; প্রথম থেকে নবম গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য ১০ শতাংশ, দশম থেকে বিশতম গ্রেডের জন্য ১৫ শতাংশ; ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর<br>▪ সরকারি কর্মচারীদের জন্য পে কমিশন গঠন | ▪ নামসর্বস্ব পরিবর্তন - প্রশাসনিক কাঠামোর প্রকৃত কোনো সংস্কার বা পরিবর্তন না হওয়া |

# প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: জনপ্রশাসন



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **ঘাটতি** | |
| ▪ জনপ্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্তহীনতা চলমান<br>▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব<br>▪ পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে অতীতে দুর্নীতি-অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিভাগীয় মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত, এবং আওয়ামী লীগের নানা অপকর্মের সহযোগী বলে অভিযোগ<br>▪ প্রশাসনে জনপ্রশাসন ক্যাডারের প্রভাব অব্যাহত - গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য, পদোন্নতিতে বৈষম্য, উপযুক্ত কর্মকর্তা না থাকার পরও প্রশাসন ক্যাডারের পদ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি<br>▪ একটি দলের অনুসারীদের পরিবর্তে অন্য দল/ দলসমূহের প্রাধান্য/ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা<br>▪ বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায়<br>▪ সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার<br>▪ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ না করা | ▪ অনিয়ম-দুর্নীতি ও দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা চলমান - সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিবন্ধক<br>▪ পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতার অভিযোগ - স্বচ্ছতার ঘাটতি |

# প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: জনপ্রশাসন



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ - মন্ত্রিপরিষদ সচিব থেকে শুরু করে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ ২২টি মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক সচিব (২২ এপ্রিল ২০২৫); চুক্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তদের প্রাধান্য - গত সরকারের আমলে বঞ্চিত, পদোন্নতি প্রত্যাশী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের বঞ্চিত করা<br>▪ সরকারি চাকরিতে নিয়োগ - পিএসসি থেকে সুপারিশ পেয়েও বিগত সরকারের সময়ে চাকরি না পাওয়াদের নিয়োগ, অন্যদিকে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও নিয়োগ না দেওয়া; বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত মোট ৩৬৯ জন উপপরিদর্শককে (এসআই) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিতর্কিত অব্যাহতি<br>▪ কোনো কোনো কর্মকর্তার বিতর্কিত কার্যক্রমের কারণে গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য<br>▪ সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ও বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন<br>▪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে ধীরগতি | ▪ জনপ্রশাসনে পেশাদারিত্বের ঘাটতি - বিভিন্ন আন্দোলন মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট কৌশলগত অবস্থান ও ব্যবস্থা গ্রহণে দৃশ্যমান ব্যর্থতা |

# প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: বিচার বিভাগ



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ বিচার বিভাগে নিয়োগ - প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ<br>▪ সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত<br>▪ সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন<br>▪ অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি-পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) তৈরি<br>▪ পুরনো দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনসহ বেশকিছু আইন সংশোধনের উদ্যোগ<br>▪ মামলার নিষ্পত্তি বাড়াতে পৃথক আদালত স্থাপন ও পদ সৃষ্টির উদ্যোগ<br>▪ বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার নির্দেশ প্রদান | |
| **ঘাটতি**<br>▪ আইন কর্মকর্তাদের নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ<br>▪ নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি - মামলা নিষ্পন্ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা<br>▪ পৃথক সচিবালয়ের খসড়া চূড়ান্ত হলেও এখন পর্যন্ত সচিবালয় গঠন না হওয়া | ▪ বিচার বিভাগের প্রত্যাশিত সংস্কার না হওয়া - রাজনৈতিক দলীয়করণের প্রবণতা চলমান |

# প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: জুলাই গণ-অভ্যুত্থান



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি**<br>▪ জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহীদ ও আহতদের খসড়া তালিকা প্রকাশ<br>▪ অধিদপ্তর গঠন ও অধ্যাদেশ জারি - 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি; গণ-অভ্যুত্থানসংক্রান্ত বিশেষ সেল বিলুপ্ত, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর চালু; গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের যথাক্রমে 'জুলাই শহীদ' এবং 'জুলাই যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি<br>▪ আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসন - 'জুলাই শহীদ' পরিবারকে এককালীন ৩০ লাখ টাকা ও মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতা; আহত 'জুলাই যোদ্ধা'দের তিন শ্রেণিতে ভাগ করে আর্থিক, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সুবিধা - ১ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত; ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ২৩২.৬ কোটি টাকা; ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ: ৪০৫.২ কোটি টাকা<br>▪ জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠন - শহীদ পরিবার ও আহত মিলিয়ে মোট ৭ হাজার ৪৯৭ জনকে ১১১ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান (জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত)<br>▪ চিকিৎসা সুবিধা - ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ৭৮ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে (থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে) প্রেরণ; ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শহীদ পরিবার ও আহতদের এককালীন অর্থ প্রদান ও বিদেশে চিকিৎসাবাবদ মোট ২৫৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪ হাজার ২১২ টাকা ব্যয়<br>▪ শিক্ষা ও চাকরিতে অগ্রাধিকার | ▪ শিক্ষা ও চাকরিতে অগ্রাধিকার প্রদান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনার পরিপন্থী |

# প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: জুলাই গণ-অভ্যুত্থান



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি**<br>▪ দিবস ঘোষণা - ৫ আগস্ট: 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' (সাধারণ ছুটি); ১৬ জুলাই: 'শহীদ আবু সাঈদ দিবস'; ৮ আগস্টের 'নতুন বাংলাদেশ দিবস' বাতিল | |
| **ঘাটতি**<br>▪ আন্দোলনে হতাহতদের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব; তালিকা চূড়ান্ত না করা<br>▪ সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য<br>▪ মাসিক ভাতা এখনো চালু না হওয়া<br>▪ গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসনের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন এবং সংঘর্ষ - জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ভাংচুর<br>▪ জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও ও কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক - শহীদ পরিবারের আপত্তি<br>▪ অনুদান প্রদানের কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ<br>▪ শহীদ পরিবারকে বিনামূল্যে প্রদানের জন্য ৮০৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগ - বিভিন্ন খাতে অস্বাভাবিক ব্যয় ধরার কারণে প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন না পাওয়া<br>▪ "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর" নির্মাণে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণে ঘাটতি | ▪ অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা চূড়ান্ত করতে না পারা সরকারের ব্যর্থতার পরিচায়ক<br>▪ অভ্যুত্থানে আহতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মনোযোগের ঘাটতি<br>▪ ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি |

# নির্বাচন

| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন - বিদ্যমান আইন অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন; এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ<br>▪ নির্বাচন কমিশনের গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম<br>• রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন - বর্তমানে নিবন্ধিত দল ৫০টি; নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রদান (গণ অধিকার পরিষদ, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, এবি পার্টি, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি); নিবন্ধন পেতে নির্বাচন কমিশনে ১৪৪টি রাজনৈতিক দলের আবেদন<br>• রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে বৈধ ঘোষণা - পরবর্তীতে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরিয়ে দেওয়া<br>• আইন সংশোধন করে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা; পরবর্তীতে নিবন্ধন স্থগিত করা<br>▪ নির্বাচনী প্রস্তুতি - 'জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫'-এর খসড়ায় নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন; রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধির খসড়া সংশোধনী প্রণয়ন ও অংশীজনদের মতামতের জন্য প্রকাশ | ▪ কয়েকটি দলের চাপে যে প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ভবিষ্যতে প্রতিপক্ষ দমনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি<br>▪ রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার জন্য আইন সংশোধনের ঘটনায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের উদ্বেগ |

| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ বিচার, সংস্কার, নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকা<br>▪ নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো কোনো দলের সমালোচনা<br>▪ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল (‘কিংস পার্টি’) গঠনের অভিযোগ<br>▪ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নিয়ে বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি; অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচনের দাবি<br>▪ সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে বক্তব্য প্রদান - পরবর্তীতে বিএনপি’র চাপের মুখে ও লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাক্ষাতের পর সব প্রস্তুতিসাপেক্ষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা<br>▪ বিএনপি’র সাথে আলোচনা করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মনোমালিন্য - ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা বর্জন<br>▪ স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় নিয়ে মতপার্থক্য | ▪ নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকার কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির সুযোগ |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: আইন-শৃঙ্খলা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি**<br>▪ পুলিশে ব্যাপক রদবদল - অব্যাহতি, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলি<br>▪ শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার; কোনো কোনো 'মব' ও ঘটনার পর গ্রেপ্তার<br>▪ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা আগস্ট ২০২৪ থেকে দুই মাস করে বৃদ্ধি অব্যাহত<br>▪ ২০২৫ এর ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' পরিচালনা - ২১ দিনে সারাদেশে ১২ হাজার ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার<br>▪ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা | ▪ পুলিশ বাহিনীতে মৌলিক সংস্কারের পরিবর্তে কেবল পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির বিষয়ে মনোযোগ |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: আইন-শৃঙ্খলা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ আন্দোলনে নেতিবাচক ভূমিকার কারণে পুলিশের ভাবমূর্তির পতন - সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা - বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত; সারা দেশে পুলিশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি; থানার অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট; পুলিশি কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতি; কাজে যোগ না দেওয়া<br>▪ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত - খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, আন্দোলন, লুটপাট, অরাজকতা<br>▪ আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ('মব জাস্টিস') - গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনার আশংকাজনক বৃদ্ধি; প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের মবকে ক্ষুব্ধ মানুষের 'প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে অভিহিত করা<br>▪ 'মব' তৈরি করে দাবি আদায়ের প্রবণতা - কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাবি আদায়ে সাফল্য<br>▪ ঢালাওভাবে মামলায় আসামী হিসেবে নাম দেওয়া, গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপ বাড়লে গ্রেপ্তার বৃদ্ধির অভিযোগ<br>▪ বিচারবহির্ভূত হত্যা, হেফাজতে মৃত্যু অব্যাহত<br>▪ আন্দোলন দমন করতে পুলিশের কার্যক্রমে বৈষম্য - কোনো পক্ষের প্রতি নমনীয় মনোভাব, কোনো পক্ষের ওপর নির্যাতন | ▪ পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ - পেশাদারিত্বের ঘাটতি<br>▪ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন<br>▪ সামাজিক অসহনশীলতা রোধে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: বিচারিক সেবা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ সহজভাবে জনগণকে সেবা দেওয়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রধান বিচারপতির ১২ দফা নির্দেশনা<br>▪ হাইকোর্টের মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন<br>▪ হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে জেলা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন - রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মোট ১৫ হাজার ৬০০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ (২১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত) | |
| **ঘাটতি**<br>▪ সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে অব্যাহতি দান<br>▪ একদিকে পুরনো মামলা নিষ্পন্নে ব্যর্থতা, অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে বিচার সম্পন্ন<br>▪ আদালত প্রাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা - বিচারক, আইনজীবীদের হেনস্তা | ▪ সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে অব্যাহতি এবং দণ্ড মওকুফের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন<br>▪ মামলা নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা<br>▪ আদালতে বিচারক, আইনজীবী, বাদি-বিবাদীর নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: আর্থিক খাত



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি** | |
| ▪ আর্থিক খাতে সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন - দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে শ্বেতপত্র; বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ<br>▪ আর্থিক খাতে বিভিন্ন উদ্যোগ - দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক খাত সংস্কার, প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা, শেয়ারবাজার সংস্কার, অর্থপাচার রোধ, ডলারের হার নিয়ন্ত্রণ, কর ফাঁকি খতিয়ে দেখার মাধ্যমে রাজস্ব উদ্ধার<br>▪ মূল্যস্ফীতি হ্রাস - সার্বিক মূল্যস্ফীতি আগস্ট ২০২৪-এ ১০.৪৯% থেকে কমে জুন ২০২৫-এ ৮.৪৮%<br>▪ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি - বর্তমানে ৩০ বিলিয়ন ডলার; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পদ্ধতিতে ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ২৪.৯৯ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি; ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬.৮৩% বেশি<br>▪ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ; বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্কের হার শেষ পর্যন্ত ২০ শতাংশ নির্ধারণ | ▪ সাধারণ মানুষের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্বস্তি না থাকা - মূল্যস্ফীতির চাপ, কর্মসংস্থান আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়া, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি<br>▪ স্থবির সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ<br>▪ রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় স্বস্তির ইঙ্গিত মিললেও কাঠামোগত চাপ ও প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ এখনো সীমিত<br>▪ আপাতত সমূহ বিপর্যয় এড়ানো গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকতে হলে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: আর্থিক খাত



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি** | |
| ▪ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) বিনিয়োগ সম্মেলন আয়োজন - ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) দেশে মোট ১৫৮ কোটি ডলারের এফডিআই প্রাপ্তি<br>▪ রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত এবং অর্থনৈতিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত | ▪ বিনিয়োগ সম্মেলনের ফলাফল নিয়ে সমালোচনা<br>▪ বিদেশি অর্থায়নের চাহিদা সত্ত্বেও এর ব্যবহারে দক্ষতা ও সুশাসনের ঘাটতির ফলে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি |
| **ঘাটতি** | |
| ▪ সঠিক তথ্য-উপাত্তভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন হলেও বাজেটে খাতভিত্তিক বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা অনুসরণ - ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সামগ্রিক বরাদ্দ হ্রাস; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে গতানুগতিক বরাদ্দ, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প বাদ দেওয়া<br>▪ শ্বেতপত্র ও টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনের সুপারিশ গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ - বাজেট প্রণয়নে এর প্রতিফলন না থাকার অভিযোগ<br>▪ সংস্কার কমিশনগুলোর কিছু সুপারিশ আমলে নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে অভিযোগ | ▪ বাজেটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও মানব উন্নয়নের অগ্রাধিকার যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হওয়া<br>▪ নীতিনির্ধারণে শ্বেতপত্র ও টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনের সুপারিশ কেন উপেক্ষা করা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা না থাকা |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: আর্থিক খাত



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **ঘাটতি**<br>▪ ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘ মেয়াদি সংস্কারের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠন করার কথা বলা হলেও এখনো কোনো উদ্যোগ না থাকা<br>▪ দেশের মোট বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ২৪.১৩% (৪ লাখ ২০ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা) খেলাপি ঋণে পরিণত (২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকের তথ্য অনুযায়ী)<br>▪ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.৬৩ লাখ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায় ৩.৭০ লাখ কোটি টাকা (ঘাটতি প্রায় ৯৪ হাজার কোটি টাকা)<br>▪ তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের মাসিক হাজিরা বোনাস, টিফিন ও রাত্রিকালীন ভাতা বৃদ্ধি, নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়নসহ ১৮ দফা বাস্তবায়নে মালিকপক্ষের সম্মতি সত্ত্বেও এই ১৮ দফা বাস্তবায়নে মালিকদের একটি অংশের ব্যর্থতা - শ্রমিকদের বেতন-বোনাস না দেওয়া, বায়োমেট্রিক ব্ল্যাকলিস্টিং<br>▪ তৈরি পোশাকশিল্পে বিশৃঙ্খলা - দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৫০ কারখানা বন্ধ | ▪ কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে না পারা; আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) ও আয়কর, এই তিন খাতের কোনোটিতেই লক্ষ্য পূরণ না হওয়া<br>▪ শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: আর্থিক খাত



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **ঘাটতি** | |
| ▪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধীরগতি - ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এডিপি বাস্তবায়িত; বাস্তবায়নের হার ৬৭.৮৫%<br>▪ শেয়ারবাজার এখনো অস্থিতিশীল; দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা<br>▪ এনবিআর-এর বিলুপ্তি - রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুইটি আলাদা বিভাগ গঠন - রাজস্ব কর্মীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আইন সংশোধনের ঘোষণা; আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধান, বাধ্যতামূলক অবসর, সাময়িক বরখাস্ত<br>▪ যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ - পাল্টা শুল্ক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না করার অভিযোগ; 'নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর | ▪ শেয়ারবাজারে অস্থিরতা ও জবাবদিহির ঘাটতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধারে বড় চ্যালেঞ্জ<br>▪ এনবিআর ভেঙে দুটি নতুন বিভাগ গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের স্বচ্ছতা এবং সকল পর্যায়ে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তির ঘাটতির অভিযোগ<br>▪ এনবিআর কর্মকর্তাদের আন্দোলন ও কর্মবিরতি কর্মসূচি - সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ<br>▪ পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে সরকারের পক্ষ থেকে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা করার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: শিক্ষা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নে সার্চ কমিটি গঠন<br>▪ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে এক বা একাধিকবার পদায়ন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও রদবদল<br>▪ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ<br>▪ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি ও গণরুম প্রথা বাতিল<br>▪ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন অ্যাডহক বা অস্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশনা; বেসরকারি কলেজে অ্যাডহক কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ<br>▪ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ<br>▪ সরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকদের গ্রেড একধাপ উন্নীত<br>▪ বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের 'বিশেষ সুবিধা' বিশেষ করে বেতন বাড়ানোর উদ্যোগ<br>▪ ২ হাজার ৩৮২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ | ▪ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও রদবদলের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন - প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ<br>▪ ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ঘোষণা দিলেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি চলমান - শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার পেছনে ছাত্ররাজনীতির প্রভাব; ছাত্ররাজনীতি বন্ধের উদ্দেশ্য ব্যাহত এবং আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: শিক্ষা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ পদত্যাগ বা অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হলেও উপাচার্য নিয়োগের মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন - অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ<br>▪ শিক্ষার্থী ও 'জনতা'র চাপে সিদ্ধান্ত গ্রহণ - পাঠ্যপুস্তকের লেখা ও আদিবাসী সংশ্লিষ্ট গ্রাফিতির চিত্র পরিবর্তন; শিক্ষক পদায়ন ও অপসারণ, বদলি; বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল<br>▪ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক আন্দোলন<br>▪ বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণে দীর্ঘসূত্রতা - ২০২৫ সালে বই বিতরণ শেষ মার্চ মাসে | ▪ উপাচার্য নিয়োগে দলীয় মতাদর্শের আনুগত্যের ধারা থেকে বের হতে না পারা<br>▪ সমন্বয় কমিটি বাতিলসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নতজানু নীতির বহিঃপ্রকাশ<br>▪ যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সব আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়ার প্রবণতা; সংকটগুলো চিহ্নিত করে সুচিন্তিত সমাধানে উদ্যোগের ঘাটতি<br>▪ শিক্ষার সংকট নিরসনে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা করে কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধীরগতি |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: স্বাস্থ্য



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রণোদনা - সাত হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়া; ট্রেইনি চিকিৎসকদের ভাতা ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত<br>▪ ওষুধ সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে 'ফার্মেসি নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলার পরিকল্পনা; প্রাথমিকভাবে সারাদেশে সরকারি ৭০০ হাসপাতালে এই ফার্মেসি করার সিদ্ধান্ত | |
| **ঘাটতি**<br>▪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রদবদল - একটি চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ<br>▪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা - চিকিৎসা সম্পূর্ণ না হওয়ার অভিযোগ; অন্যদিকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হতাহতদের বিরুদ্ধে সুস্থ হওয়ার পরেও শয্যা দখল করে রাখার অভিযোগ | ▪ দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির কারণে এ খাতে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: স্থানীয় সরকারব্যবস্থা



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ - ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ৬০টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সারা দেশের সব (৪৯৩) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র - স্থানীয় সরকারের এই চার স্তরে ১,৮৭৬ জন জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ | ▪ স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানে বিশৃঙ্খলা ও দীর্ঘসূত্রতা |
| **ঘাটতি**<br>▪ ৫ আগস্টের পর থেকে সারা দেশে ৪,৫৮০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ১,৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত - জনপ্রতিনিধি না থাকায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত ভাতাভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে অসুবিধা; নতুন তালিকা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত; অন্যান্য সেবা কার্যক্রম বিঘ্নিত<br>▪ আদালতের রায়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্ধারণ - ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতায় আন্দোলন; নির্বাচিত মেয়র ও সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার পাল্টাপাল্টি অবস্থানের ফলে ৪৩ দিন অচলাবস্থা; বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম বিঘ্নিত | ▪ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব - সুবিধাভোগীদের দুর্ভোগ ও ভাতা পেতে বিলম্ব<br>▪ মেয়র নিয়োগে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি; আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ চুক্তি বিলম্ব ও পুনর্মূল্যায়ন - আদানি পাওয়ারের সাথে একচেটিয়া চুক্তির শর্ত পুনর্মূল্যায়ন; পায়রা বন্দরে মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেটরের সঙ্গে ভাসমান টার্মিনালের টার্মশিট বাতিল<br>▪ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি আইন ২০১০ রহিতকরণ - বিদ্যুৎ-জ্বালানির চুক্তি পর্যালোচনায় জাতীয় কমিটি গঠন; দায়মুক্তি ও মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেওয়া-সংক্রান্ত বিধান নিয়ে রুল<br>▪ নতুন করে কুইক রেন্টাল চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত - বিগত সরকারের আমলে করা চুক্তিগুলো পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ<br>▪ নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি বাতিলের সিদ্ধান্ত; জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ গ্যাস ও বিদ্যুতের ট্যারিফ নির্ধারণে জনশুনানির কার্যক্রম বাস্তবায়ন<br>▪ বকেয়া হ্রাস ও ঋণের পুনর্বিন্যাস - আদানির পাওনা পরিশোধ: জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ; বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক বকেয়া পরিশোধে ঋণ প্রদানের আশ্বাস | ▪ চুক্তি সংশ্লিষ্ট আইনের কারণে চুক্তি বাতিল বা পুনঃচুক্তিতে প্রতিবন্ধকতা<br>▪ ব্যয়বহুল চুক্তিগুলো চালু থাকায় বাজেট ঘাটতি ও সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের প্রভাব অব্যাহত |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি**<br>▪ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে অগ্রাধিকার পুনর্মূল্যায়ন - পতিত সরকার অনুমোদিত কমপক্ষে ৩১টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাতিল<br>▪ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি - সৌর বিদ্যুৎ চালু ও সরকারি ভবনে প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ<br>▪ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে কাঠামোগত সংস্কার - নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫ প্রণয়ন; এর অধীনে Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA)-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ | |
| **ঘাটতি**<br>▪ আদানি ও ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি প্রকাশ না করা<br>▪ চুক্তি মূল্যায়নের প্রতিবেদন এখনো জনসম্মুখে প্রকাশ না করা | ▪ চুক্তি প্রকাশ ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: পরিবেশ সংরক্ষণ



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি**<br>▪ পরিবেশবান্ধব পর্যটন - সেন্ট মার্টিন ও টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ<br>▪ বনভূমি সংরক্ষণ - কক্সবাজারে ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের কার্যক্রম বন্ধ এবং 'রক্ষিত' বনভূমির বরাদ্দ বাতিল; সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক প্রকল্প বাতিল; সুন্দরবনের পাশে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা; বনের জমি উদ্ধার (২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ১,৭১৭ একর); নতুন অভয়ারণ্য ঘোষণা<br>▪ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ - পাখি আমদানি; বন্যহাতি সুরক্ষা; চুরি যাওয়া বন্যপ্রাণী উদ্ধার<br>▪ বায়ুদূষণ প্রতিরোধ - ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ করা - ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৭৯৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা; বায়ুদূষণকারী অন্যান্য উৎসে অভিযান<br>▪ প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ<br>▪ অন্যান্য - খাল ও নদী উদ্ধার; পাথর কোয়ারি ইজারা বন্ধ; মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা পুনর্বিন্যাস | ▪ সেন্ট মার্টিন দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি<br>▪ বিকল্প জীবিকার পরিকল্পনা না করে পর্যটক নিয়ন্ত্রণের ফলে সেন্ট মার্টিন দ্বীপবাসীর আর্থিক দুর্দশা<br>▪ বনাঞ্চল ধ্বংস প্রতিরোধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থতা |
| **ঘাটতি**<br>▪ ২০২৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বায়ুদূষিত দেশ এবং ঢাকা তৃতীয় দূষিত নগরী - পিএম ২.৫ এর মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি<br>▪ পাথর কোয়ারি বন্ধে ব্যর্থতা; বনাঞ্চল উজাড় রোধে ব্যর্থতা | ▪ পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে স্থানীয় সুবিধাভোগী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরোধিতা |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: বৈদেশিক কর্মসংস্থান



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আটকৃতদের ক্ষমা ও ফেরত আনা<br>▪ প্রবাসীদের বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি<br>▪ অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজতর করা<br>▪ বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জনবল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত<br>▪ মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য বিমানবন্দরে ভিআইপি সার্ভিস প্রদান<br>▪ মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি; অন্যান্য কয়েকটি দেশের সাথে চুক্তি<br>▪ রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজতর করা বা প্রণোদনা বৃদ্ধি | ▪ বিমানবন্দরে ভিআইপি সার্ভিসে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এটি ব্যবহারে অভিবাসী কর্মীরা নিরুৎসাহিত |
| **ঘাটতি**<br>▪ গণ-অভ্যুত্থানের পরেও প্রবাসীরা উপেক্ষিত বলে অভিযোগ<br>▪ প্রবাসী আয়ে ব্যাপক অগ্রগতি হলেও বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অবনতি<br>▪ রিক্রুটিং এজেন্সির সিন্ডিকেট ভাঙার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা | ▪ বিকল্প শ্রমবাজার সন্ধানে পরিকল্পনার ঘাটতি |

# রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক



<table>
<tr><th>পর্যবেক্ষণ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>অগ্রগতি<br>▪ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন অব্যাহত<br>▪ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও সহায়তার অঙ্গীকার<br>▪ দুর্নীতি দমনে সহায়তার ঘোষণা - পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার, দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্ত<br>▪ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে মানবাধিকারের সুরক্ষা, সংখ্যালঘু সুরক্ষা, সহিংসতার ঘটনার পূর্ণ এবং স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর গুরুত্ব আরোপ<br>▪ ঢাকায় তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের কার্যালয় স্থাপনে সমঝোতা<br>▪ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের আলোচনায় অগ্রগতি</td><td rowspan="2">▪ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলেও প্রকৃত কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন নিয়ে প্রশ্ন<br>▪ তথ্য প্রকাশে সমন্বয়হীনতা ও গোপনীয়তার প্রবণতা<br>▪ ভারতের অবন্ধুসুলভ আচরণের ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সংকট ও তার ফলে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব অব্যাহত</td></tr>
<tr><td>ঘাটতি<br>▪ রাখাইনে ‘মানবিক করিডর’ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি<br>▪ বাংলাদেশের সাথে ভারতের অবন্ধুসুলভ আচরণ - বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ; সীমান্তে হত্যা ও ‘পুশ ইন’ অব্যাহত; বাণিজ্যে বাধা আরোপ; কূটনৈতিক টানাপোড়েন; শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া না জানানো</td></tr>
</table>

# অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **অগ্রগতি**<br>▪ অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা - সাবেক প্রধানমন্ত্রী, প্রভাবশালী সাবেক মন্ত্রী, এমপি, রাজনীতিবীদ ও ব্যবসায়ী, আমলা, পুলিশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা, দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ব্যাংক হিসাব ও অর্থ-সম্পদ জব্দ<br>• দুদকের ৭৬৮টি অনুসন্ধান এবং মোট ৩৯৯টি মামলা দায়ের - ৩২১টি মামলায় (৮০ শতাংশের অধিক) অভিযোগপত্র<br>• ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ১৫৩টি মামলায় ৪৭৭ জন আসামি; সবচেয়ে বেশি ১৪৪ জন সরকারি কর্মকর্তা<br>▪ ফ্ল্যাট ও জমি কেনার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে অবৈধ আয় বা কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বহাল রাখা হলেও ব্যাপক সমালোচনার মুখে এই সুযোগ বাতিল<br>▪ দেশের সব সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ | ▪ আগের তুলনায় দুদকের সক্রিয়তা দৃশ্যমান<br>▪ দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ সত্ত্বেও দুর্নীতির পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া<br>▪ দাখিল হওয়া সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনা করার উদ্যোগ না থাকার ফলে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার শংকা |

| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **ঘাটতি**<br>▪ দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ না থাকা<br>▪ "হাই-প্রোফাইল" ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান হলেও এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান গ্রেপ্তার বা বিচারপ্রক্রিয়া শুরু না হওয়া<br>▪ বিএনপি নেতাসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিগত প্রায় ১৫ বছরে দায়ের করা প্রায় ৫০টির বেশি মামলা প্রত্যাহার বা প্রত্যাহারের উদ্যোগ দুদকের - গ্রামীণ টেলিকমের টাকা আত্মসাৎ ও পাচার; তেজগাঁও শিল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক এমপি ও সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা; বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান সম্পাদক ও বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যানের অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলা<br>▪ দুদকের দায়ের করা নাইকো দুর্নীতি মামলা থেকে বিশেষ আদালতের খালেদা জিয়াসহ সকল আসামির খালাস প্রদান | ▪ দুদকের কার্যক্রম রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে না পারা - তদন্ত ও মামলা দায়ের, মামলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ অব্যাহত<br>▪ দুদক সংস্কার বিষয়ে প্রায় সার্বজনীন ঐকমত্য থাকলেও অগ্রগতির সম্ভাবনা হতাশাজনক, বিশেষ করে "আশু করণীয়" প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার ও দুদকের ব্যর্থতা |

# অর্থপাচার রোধ



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **অগ্রগতি**<br>▪ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন - নয়টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা অন্তর্ভুক্ত<br>▪ বিদেশি রাষ্ট্র বা সংস্থার দ্বারা অর্থপাচার প্রতিরোধে সহায়তার আশ্বাস<br>▪ কয়েকটি দেশের সাথে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স (এমএলএ) স্বাক্ষর<br>▪ যুক্তরাজ্যে সম্পদ ফ্রীজিং ও আইনগত সমর্থন - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), স্পটলাইট অন করাপশন, এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্য-এর আহ্বান; যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে ১৮৫ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদ জব্দ | ▪ পাচারকৃত সম্পদ ফেরত আনা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া - এখন পর্যন্ত অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয় |
| **ঘাটতি**<br>▪ অর্থ পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত সুবিধাভোগী মালিকানার স্বচ্ছতা (Beneficial Ownership Transparency Act) বিষয়ে আইন প্রস্তাব করা হলেও উপেক্ষিত<br>▪ দেশ থেকে অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির পরিকল্পনা - পাচারকৃত অর্থ আপোষ-রফার মাধ্যমে ফেরত আনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ | ▪ পাচারকৃত অর্থ আপোষ-রফার মাধ্যমে ফেরত আনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে অর্থ পাচার উৎসাহিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি |

# অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **সংস্কার**<br>▪ জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নারী সংস্কার কমিশন বাতিল ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান এবং আন্দোলনের হুমকি; হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশে নারী কমিশন সম্পর্কে অবমাননাকর ও অশ্লীল মন্তব্য<br>▪ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপের প্রথম পর্বে ৩৩টি ও দ্বিতীয় পর্বে ৩০টি দলের অংশগ্রহণ<br>▪ সংস্কার প্রতিবেদনসমূহের সুপারিশ বিশেষ করে মৌলিক সংস্কার নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অনড় অবস্থান; ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে কয়েকটি দলের হতাশা প্রকাশ ও পারস্পরিক দোষারোপ<br>▪ ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ যারা দেশের সর্ব স্তরের সকল জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না বলে এনসিপি'র অভিযোগ<br>▪ কয়েকটি দল কর্তৃক 'ঐক্যের মাপকাঠি' নির্ধারণের তাগিদ | ▪ কয়েকটি দলের উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির অভিযোগ<br>▪ সংলাপে তিনটি রাজনৈতিক দলকে (বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি) অধিক গুরুত্ব প্রদানের অভিযোগ<br>▪ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিজ দলের স্বার্থ বিবেচনায় সংলাপে অনড় অবস্থান<br>▪ সংস্কার নিয়ে অনেক প্রস্তাব দিলেও দলের ভেতরে গণতন্ত্র ও শুদ্ধাচার চর্চা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক উদ্যোগের অনুপস্থিতি |

# অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **নির্বাচন**<br>▪ নির্বাচনের তারিখ, সংস্কার ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিতর্ক ও সহনশীলতার ঘাটতি - সংস্কার ও নির্বাচন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা<br>▪ নির্বাচন-সংস্কার-মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রমকে মুখোমুখি দাঁড় করানো - রাজনৈতিক দলগুলোর অনড় অবস্থান<br>▪ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের মধ্যে বিভাজন - রাজনৈতিক মতাদর্শিক লড়াই-ক্ষমতার দ্বন্দ্ব; একাংশ কর্তৃক রাজনৈতিক দল গঠন (জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপি)<br>▪ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ - পুরাতন জোট ভেঙ্গে নতুন নতুন রাজনৈতিক জোট বা বলয় তৈরির উদ্যোগ<br>▪ ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ও নিবন্ধনের জন্য আবেদন - তবে নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক বাছাইয়ে কোনো দলের শর্ত পূরণ করতে না পারা; আবেদন করা দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দল নামসর্বস্ব; এনসিপির নিবন্ধনের শর্ত পূরণে ব্যর্থতা | ▪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক দল গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা - তবে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত, জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকশিত হওয়ার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ - অর্থের উৎসের অস্বচ্ছতা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, অনিয়মের বিদ্যমান সংস্কৃতি ধারণ করে আত্মঘাতী পথে ধাবিত হওয়া |

# অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| **রাষ্ট্র/ সরকার পরিচালনা**<br>▪ কোনো স্বচ্ছ গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া বা মানদণ্ড অনুসরণ না করে সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রদানে কয়েকটি দলের প্রভাব<br>▪ সরকারে থাকা দুই ছাত্র উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিএনপি'র প্রশ্ন উত্থাপন ও তাঁদের পদত্যাগ দাবি; অপরদিকে এনসিপির পক্ষ থেকে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরকারের তিন উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি<br>▪ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের সম্পৃক্ততায় মাজার ভাঙা, নারীদের রাস্তাঘাটে হেনস্তা, মেলা-ওরস-গান-নাটকের অনুষ্ঠান বন্ধ করা, পাঠাগারে হামলা, বিভিন্ন সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনা<br>▪ সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা, সরকারের সমালোচনা এবং কর্মসূচি ঘোষণা<br>▪ অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন - বন্দর ব্যবস্থাপনা, মানবিক করিডোর | ▪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলের মতো প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণের চর্চা অব্যাহত - যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সুযোগ না পাওয়া<br>▪ পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন<br>▪ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা<br>▪ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা তৈরিতে মদদ - সরকারের শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি |

# অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: রাজনৈতিক দল



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| **রাষ্ট্র/ সরকার পরিচালনা**<br>▪ দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অভিযোগ উত্থাপন; অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ<br>▪ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দল ও সহিংসতা - আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে ৪৭১টি রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতায় ১২১ জন নিহত এবং পাঁচ হাজার ১৮৯ জন আহত - রাজনৈতিক সংঘাতের ৯২% ঘটনায় বিএনপি, ২২% আওয়ামী লীগ, ৫% জামায়াতে ইসলামী, ১% এনসিপির সম্পৃক্ততা<br>▪ সরকার পতনের পর আওয়ামী লীগের দখলে থাকা প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের দখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও সংঘাত - ঢাকা শহরের ৫৩টি পরিবহন টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন চাঁদাবাজি; সিলেটের কোয়ারি ও নদ-নদী থেকে পাথর লুটপাট; সেতু, বাজার, ঘাট, বালু মহাল ও জল মহাল ইত্যাদি ইজারা নিয়ন্ত্রণ<br>▪ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক মামলা দায়ের (কর্তৃত্ববাদী সরকারের দোসর হিসেবে/ অভ্যুত্থানে হত্যার অভিযোগ)<br>▪ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে সম্পৃক্ততা - 'মব' তৈরি; সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন; থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ | ▪ কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ঘাটতি<br>▪ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, দখলবাজি ও চাঁদাবাজির সংস্কৃতি অব্যাহত<br>▪ দলগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকা; কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা; একইসাথে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা<br>▪ ব্যক্তি স্বার্থের জন্য বিভিন্ন দলের কর্মীদের মধ্যে একাত্মতা |

# অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: নাগরিক সমাজ



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| ▪ সুশাসন, রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষে অবস্থান ও সক্রিয় ভূমিকা পালন - রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; বিভিন্ন আইনের খসড়ায় মতামত প্রদান; বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব<br>▪ দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ<br>▪ মানবাধিকারের পক্ষে ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান; সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনায় প্রতিবাদ<br>▪ তথ্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক ভূমিকা<br>▪ ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ<br>▪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নির্বাচন, সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা, গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে জরিপ প্রকাশ<br>▪ আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা - পাচারকৃত অর্থ ফেরত; জাতিসংঘ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নাগরিক সংলাপ; ট্রানজিশনাল জাস্টিস, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা; রিপোর্টিং ও নেটওয়ার্কিং | ▪ শিক্ষা কারিকুলাম কমিটি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া<br>▪ বাক ও চিন্তার স্বাধীনতাকে পুঁজি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢালাওভাবে অপতথ্য, হেট-স্পিচ, গুজব ছড়ানো; সাধারণ জনগণের মধ্যে ভীতি ও দুশ্চিন্তার বিস্তার<br>▪ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কোনো কোনো গণমাধ্যমকে হুমকি<br>▪ মাঠপর্যায়ে সংগঠনের কাজ বাধাগ্রস্ত হওয়া<br>▪ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপেক্ষা |

# অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: গণমাধ্যম



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| ▪ রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ) এর ২০২৫-এর প্রতিবেদনে প্রেস ফ্রিডম সূচকে বাংলাদেশের ১৬ ধাপ উন্নতি<br>▪ গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ১২টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ<br>▪ বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে উপদেষ্টা পরিষদের কমিটি গঠন<br>▪ মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অপব্যবহারের প্রবণতা - সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ দল, সরকারের বিরুদ্ধে গুজব/মিথ্যা তথ্য প্রচার; গণমাধ্যমের ফটোকার্ড ও লোগো ব্যবহার করে অপতথ্য ছড়ানো<br>▪ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের প্রবণতা | ▪ সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন হলেও জাতিসংঘের কিছু সুপারিশ না মানা - কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্ট সংজ্ঞা মতপ্রকাশে বাধা হওয়া এবং কোনো কোনো ধারায় আইনের অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি; অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ও নজরদারিমূলক আইনি কাঠামো সৃষ্টির ঝুঁকি<br>▪ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা; সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা অব্যাহত |

# অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: গণমাধ্যম



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
| --- | --- |
| ▪ সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনা অব্যাহত<br>• ৪৯৬ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার (আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত)<br>• ২৬৬ জনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত হত্যা মামলার আসামী করা; তিন জন সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে হামলায় নিহত (আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত)<br>• আটটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ১১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধান বরখাস্ত, অন্তত ১৫০ জন সাংবাদিক চাকরিচ্যুত<br>• মব তৈরি করে গণমাধ্যম কার্যালয়গুলোতে আতঙ্ক সৃষ্টি<br>▪ প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নিয়ে সরকারের বিতর্কিত কার্যক্রম - তিন দফায় ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল; সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সাংবাদিকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করা; প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা, ২০২২ সংশোধন<br>▪ তথ্য কমিশন কার্যকর করা এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের উদাসীনতা | ▪ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও নিশ্চিত না হওয়া; ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও ভিন্ন উপায়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব<br>▪ অবাধ তথ্য প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে বিষয়টি গুরুত্ব না পাওয়া |

# অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাঃ সেনাবাহিনী



| পর্যবেক্ষণ | মন্তব্য |
|---|---|
| ▪ কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা<br>▪ অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম ক্ষমতার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত<br>▪ রাজনীতি থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার/ ঘোষণা<br>▪ সেনাবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত চলমান<br>▪ বেসামরিক প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশের নৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে দৃশ্যমান ঘাটতি<br>▪ গুজবের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ ও নিয়মিত প্রচারণা<br>▪ নির্বাচনের সময়সীমার বিষয়ে সেনাপ্রধানের একাধিকবার মতামত প্রকাশ; বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলাকালীন মতামত প্রকাশ - এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন<br>▪ কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়া - ডিজিএফআই, এনএসআই | ▪ নির্বাচনের সময়সীমা বিষয়ে সেনাপ্রধানের একাধিকবার মতামত প্রকাশ বিতর্কিত<br>▪ জুলাই-আগস্টে সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার সময় সেনানিবাসে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক |

# সুশাসনের ঘাটতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ



| সুশাসনের ঘাটতির ধরন | উল্লেখযোগ্য উদাহরণ | |
|---|---|---|
| **আইনের শাসনের ঘাটতি** | ▪ আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ড<br>▪ মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্য<br>▪ গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য দায়মুক্তি<br>▪ মানবাধিকার লঙ্ঘন - গ্রেপ্তারকৃতরা আদালতে আক্রমণের শিকার; আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে লাঞ্ছিত; সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ; আসামী পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলা | ▪ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি)-এর সাংবিধানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব খর্ব<br>▪ পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতা<br>▪ বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা |
| **সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি** | ▪ পুলিশের বিরুদ্ধে করা কোনো মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া<br>▪ বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন<br>▪ বিচারক ও কৌঁসুলিদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি<br>▪ বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ বা দমনে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর অবস্থান গ্রহণে দ্বিধা<br>▪ অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা চূড়ান্ত করতে না পারা<br>▪ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্ষমতার ঘাটতি | ▪ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা<br>▪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা<br>▪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত না করা<br>▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদান বিঘ্নিত |

# সুশাসনের ঘাটতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ



| সুশাসনের ঘাটতির ধরন | উল্লেখযোগ্য উদাহরণ | |
|---|---|---|
| **স্বচ্ছতার ঘাটতি** | ▪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অব্যাহতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি - সরকারের উচ্চপর্যায়ের পদ; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও বিচার বিভাগে বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও কর্মকর্তা; প্রশাসন; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও ও কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ<br>▪ বিভিন্ন জনের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি<br>▪ পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ঘাটতি<br>▪ বিদ্যুৎ খাতের চুক্তি প্রকাশ না করা | ▪ রাখাইনে 'মানবিক করিডর' দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি<br>▪ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা<br>▪ সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা<br>▪ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা |
| **সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি** | ▪ সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়া<br>▪ আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করা<br>▪ এনবিআর ভেঙে দুটি নতুন বিভাগ গঠনের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি | ▪ পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে অংশীজনের সম্পৃক্ততায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ঘাটতি<br>▪ ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ইস্যুতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি |

# সুশাসনের ঘাটতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ



| সুশাসনের ঘাটতির ধরন | উল্লেখযোগ্য উদাহরণ | |
|---|---|---|
| **সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন** | ▪ সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স নির্ধারণ<br>▪ সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার | ▪ আইন প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধন (সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ) |
| **জবাবদিহির ঘাটতি** | ▪ অভিযুক্তদের দেশত্যাগে সহায়তাকারীদের জবাবদিহির আওতায় না আনা | ▪ গুমের আলামত নষ্টের সাথে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় না আনা |
| **রাজনৈতিক প্রভাব** | ▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতি | ▪ উপদেষ্টা পর্যায়ে নিয়োগে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা<br>▪ দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি, খালাস |
| **ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব** | ▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব<br>▪ গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা হ্রাস, কর অব্যাহতি ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন | ▪ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে স্বার্থের দ্বন্দ্ব<br>▪ নিজ এলাকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ |
| **দুর্নীতি** | ▪ বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায়<br>▪ ডিসি পদায়নে দুর্নীতির অভিযোগ<br>▪ পাসপোর্ট, ভূমি, বিআরটিএ, ওয়াসা, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতি | ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ<br>▪ দুই উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার দুর্নীতি |

# সার্বিক পর্যবেক্ষণ



- বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অসামান্য অর্জন - রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ; এ অভীষ্ট অর্জনে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এক বছরে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও বাস্তবায়নে বহুমুখি চ্যালেঞ্জ
- সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত - সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশিত অর্জনে ব্যর্থতা
- সংস্কার কমিশনগুলোর আশু করণীয় সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো অগ্রগতির তথ্য না থাকা - আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পতিত; কোনো কোনো সুপারিশ 'বেছে নেওয়া'র প্রবণতা (পিক এন্ড চুজ)
- অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচনে সুস্পষ্ট ও সুপরিকল্পিত কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করার ফলে সরকারের ওপর বিভিন্ন অংশীজনের আস্থার সংকট
- সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা; প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি; সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা

# সার্বিক পর্যবেক্ষণ



- প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা; একইসাথে একদলের স্থলে অপর দলীয়করণ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারা প্রতিষ্ঠিত
- পুলিশ-প্রশাসনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা - এসকল ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান
- নিজস্ব এজেন্ডাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি - গণ-অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলা - মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে সুস্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত - নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন না হওয়া - দলবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান; বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ ও রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ ভেতর থেকে বাধাগ্রস্ত হওয়া - সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত না হওয়া
- তথ্য প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন
- নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার, এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা - অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়

# সার্বিক পর্যবেক্ষণ



- ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব দৃশ্যমান - অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক
- রাষ্ট্র সংস্কারের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহে বেশিরভাগ বিষয়ে, বড় দল ও সহযোগীদের ভিন্নমত "নোট অব ডিসেন্ট" সাপেক্ষে জুলাই সনদে ঐকমত্য বিবেচিত হওয়ায় কর্তৃত্ববাদী চর্চা বাস্তবে প্রতিহত করা সম্ভব হবে, এমন প্রত্যাশার পথ দুরূহ
- অন্যদিকে ঐকমত্য অর্জিত সংস্কার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা ও সুনির্দিষ্ট পথরেখা কিভাবে নিশ্চিত হবে এই অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার ঝুঁকি

# ধন্যবাদ